

সূরা ৯১ : আশ্‌শাম্‌স, মাক্কী

(আয়াত ১৫, রুকু ১)

৯১ - سورة الشمس مَكِّيَّة

(آيَاتُهَا : ١٥ ، رُكُوعَاتُهَا : ١)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ’যকে (রাঃ) বলেন : ‘তুমি কি **سُبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** এবং **وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا** এসব সূরা দ্বারা সালাত আদায় করতে পারনা? (ফাতহুল বারী ২/২৩৪, মুসলিম ১/৩৪০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (গুরু করছি)।

(১) শপথ সূর্যের এবং ওর
কিরণের,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

١. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

(২) শপথ চন্দ্রের যখন ওটা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়।	۲. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا
(৩) শপথ দিবসের, যখন ওটা ওকে প্রকাশ করে।	۳. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّلَهَا
(৪) শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে।	۴. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا
(৫) শপথ আকাশের এবং যিনি ওটা নির্মাণ করেছেন তাঁর।	۵. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا
(৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি ওকে বিস্তৃত করেছেন তাঁর।	۶. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
(৭) শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন।	۷. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
(৮) অতঃপর তাকে তার অসং কর্ম ও সং কর্মের জ্ঞান দান করেছেন,	۸. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
(৯) সেই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে।	۹. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
(১০) এবং সেই ব্যর্থ মনোরথ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।	۱۰. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

আল্লাহ তা'আলা থেকে আশাবাদ সং আমলকারীদের জন্য এবং সাবধান বাণী খারাপ আমলকারীদের জন্য

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ضَحَا শব্দের অর্থ হল আলোক। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে পূর্ণদিন। (তাবারী ২৪/৪৫১) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও দিবসের শপথ করেছেন। আর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যে চাঁদ চমকায় তার শপথ করেছেন। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, মাসের মধ্যে প্রথম পনেরো দিন চন্দ্র সূর্যের

পিছনে থাকে এবং শেষের পনেরো দিন সূর্যের আগে থাকে। যাইদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল : লাইলাতুল কাদরের চাঁদ। তারপর দিবসের শপথ করা হয়েছে যখন তা আলোকিত হয়। কোন কোন আরাবী ভাষাবিদ বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হল : দিন যখন অন্ধকারকে আলোকিত করে দেয়। কিন্তু যদি বলা হয় যে, দিগদিগন্তকে যখন সেই সূর্য চমকিত, আলোক উদ্ভাসিত করে দেয়, তাহলে বেশি মানানসই হয় এবং يَغْشَاهَا এর অর্থের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এ কারণে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا 'দিনের শপথ, যখন সূর্য তাকে আলোকিত করে দেয়' বলতে এখানে সূর্যের কথাই বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে تَجَلَّى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়। (সূরা লাইল, ৯২ : ২)

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশের শপথ করছেন। এখানে যে مَا ব্যবহার করা হয়েছে, আরাবী ব্যাকরণের পরিভাষায় এটাকে মা মাসদারিয়াহও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আসমান ও তার সৃষ্টি কৌশলের শপথ। কাতাদাহ (রহঃ) এ কথাই বলেন। আর এই مَنْ - مَا অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে : আসমানের শপথ এবং তার সৃষ্টি অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার শপথ। মুজাহিদও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (তাবারী ২৪/৪৫৩) এ দু'টি অর্থ একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। بِنَا এর অর্থ হচ্ছে উচ্চ করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَسْهُودُونَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি; আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৪৭-৪৮) অতঃপর বলা হয়েছে وَمَا طَحَاهَا যমীনের, ওকে সমতলকরণের, ওর বিছানোর, ওকে প্রশস্তকরণের, ওর বন্টনের এবং ওর মধ্যকার সৃষ্ট জীবসমূহের শপথ।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, ‘তাহাহা’ অর্থ হচ্ছে সমানুপাতিক। (তাবারী ২৪/৪৫৪) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদী (রহঃ), শাওরী (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ‘ইহা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে’। (তাবারী ২৪/৫৫৪, দুররুল মানসুর ৮/৫২৯-৩০)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا** শপথ মানুষের এবং তাঁর যিনি তাকে সুঠাম করেছেন অর্থাৎ যখন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তখন সে সঠিক অবস্থায় অর্থাৎ ফিতরাতের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (সূরা রুম, ৩০ : ৩০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা মাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান কিংবা মাজুসী রূপে গড়ে তোলে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত ও স্বাভাবিক বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তোমরা তাদের কেহকেও অঙ্গহানী কাটা অবস্থায় দেখতে পাও কি?’ এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৮)

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্ন হিমার মাজাশেঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মচিত্ত অবস্থায় (তাওহীদের উপর) সৃষ্টি করেছি, অতঃপর শাইতানরা এসে ধর্মপথ থেকে সরিয়ে তাদেরকে বিপথে নিয়েছে।’ (মুসলিম ৪/২১৯৭)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : **فَالْتَمِهْهَا فَجُورَهَا**

وَتَقْوَاهَا তিনি তাকে অসৎকর্ম এবং সৎ কাজের জ্ঞান দান করেছেন, আর তার ভাগ্যে যা কিছু ছিল সে দিকে তাকে পথ নির্দেশ করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল : তিনি ভালমন্দ প্রকাশ করে দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৪) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং শাওরীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৪) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন্টি ভাল এবং কোন্টি খারাপ তা খুজে দেখতে উৎসাহিত করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৫) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন, তিনি মানুষের ভিতর সৎ কাজ এবং অসৎ কাজের জ্ঞান দান করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৫) আবুল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন : আমাকে ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : মানুষ যা কিছু আমল করে এবং কষ্ট সহ্য করে এসব কি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে? তাদের ভাগ্যে কি এরকমই লিপিবদ্ধ আছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্বভাবগতভাবে আগামীর জন্য করে যাচ্ছে? যেহেতু তাদের কাছে নাবী এসেছেন এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তাদের উপর পূর্ণ হয়েছে এবং এ জন্য এ সব কিছু এভাবে করছে? আমি জবাবে বললাম : না, না। বরং এ সবই পূর্ব হতে নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত হয়ে আছে। ইমরান (রহঃ) তখন বললেন : তাহলে কি এটা যুল্ম হবেনা? এ কথা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। আতঙ্কিত স্বরে বললাম : সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক তো সেই আল্লাহ। সমগ্র সাম্রাজ্য তাঁরই হাতে রয়েছে। তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে কারও কিছু জিজ্ঞেস করার শক্তি নেই। তিনিই বরং সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। আমার এ জবাব শুনে ইমরান (রহঃ) খুবই খুশী হলেন। তারপর বললেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সুস্থতা দান করুন। আমি পরীক্ষামূলকভাবেই তোমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি। শোন, মুয়াইনা অথবা জুহাইনা গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞেস করে যে প্রশ্ন আমি তোমাকে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তোমার মতই উত্তর দিয়েছিলেন। লোকটি তখন বলেছিল : 'তাহলে আর

আমাদের আমল করে কি হবে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা যাকে যে জায়গার জন্য সৃষ্টি করেছেন তার থেকে সেই সেই জায়গার অনুরূপ আমল করা সহজ করে দেন। (তাবারী ২৪/৪৫৫) এ কথার সত্যতা আল্লাহর কিতাবের নিম্নের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (সূরা শাম্স, ৯১ : ৭-৮) এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি : وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. ওয়াক্বাফ মন জাকাহা. ওয়াক্বাফ মন জাকাহা. সে সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র রাখবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে। অর্থাৎ যে নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখবে সে কৃতকার্য হবে, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং স্বীয় রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে। (সূরা ‘আলা, ৮৭ : ১৪-১৫) আর সেই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে, এ ভাবে যে, সে নিজেকে হিদায়াত থেকে সরিয়ে নিবে, ফলে সে নাফরমানীতে নিয়োজিত থাকবে এবং আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিবে। পরিণামে সে ব্যর্থ ও নিরাশ হবে। আর এও অর্থ হতে পারে : যে নাফসকে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র করেছেন সে সফলকাম হয়েছে। আর যে নাফসকে আল্লাহ তাবাবাকা ওয়া তা‘আলা নিচে নিক্ষেপ করেছেন সে বরবাদ, ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরুপায় হয়েছে। আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এরূপই বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا পাঠ করতেন তখন তিনি থেমে যেতেন। অতঃপর বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اَعْتَ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا, اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا

‘হে আল্লাহ! আমার নাফসকে আপনি ধর্মানুরাগ দান করুন! আপনিই ওর অভিভাবক ও প্রভু এবং ওর সর্বোত্তম পবিত্রকারী।’ (তাবারানী ১১/১০৬)

যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দু’আটি পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ اَعْتَ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا, اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا, اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ, وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّبِعُ, وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ, وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

‘হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, এবং বার্ষক্য, ভীর্ণতা, কৃপণতা ও কাবরের আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তাকওয়া দান করুন এবং ওকে পবিত্র করে দিন! আপনিই তো ওর সর্বোত্তম পবিত্রকারী। আপনিই ওর ওয়ালী ও মাওলা। হে আল্লাহ! আপনার ভয় নেই এমন অন্তরের অধিকারী হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং এমন নাফস হতে রক্ষা করুন যা কখনো পরিতৃপ্ত হয়না। এমন ইল্ম হতে রক্ষা করুন যা কোন উপকারে আসেনা। আর এমন দু’আ হতে রক্ষা করুন যা কবুল হয়না।’ এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/৩৭১, মুসলিম ৪/২০৮৮)

যায়িদ (রাঃ) বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এ দু’আটি শিখাতেন এবং আমরা তোমাদেরকে তা শিখাচ্ছি।’

(১১) ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করল,

۱۱. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

(১২) সুতরাং তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য সে যখন তৎপর হয়ে উঠল	১২. إِذِ أَنْبَعَتْ أَشْقَلَهَا
(১৩) তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বলল : আল্লাহর উদ্দীষ্ট ও, ওকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও,	১৩. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا
(১৪) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, অতঃপর ঐ উদ্দীষ্টকে কেটে ফেলল। সুতরাং তাদের পাপের জন্য তাদের রাক্ব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন, অতঃপর তাদেরকে ভূমিসাৎ করে ফেললেন,	১৪. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا
(১৫) আর তিনি ওর পরিণামকে ভয় করলেননা।	১৫. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا.

ছামূদ জাতির সত্য প্রত্যাখানের পরিণাম

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا অর্থাৎ ছামূদ গোত্রের লোকেরা হঠকারিতা করে এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাদের রাসূলকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেছে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৮) এ হঠকারিতা এবং মিথ্যাচারের কারণে তারা এমন দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যে ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে প্রস্তুত হয়ে যায়। তার নাম ছিল কিদার ইব্ন সা‘লিফ। সে সালিহর (আঃ) উদ্দীষ্টকে কেটে ফেলে। সে ছিল ছামূদ জাতির নেতা। আল্লাহ সুবহানাহ তার ব্যাপারেই নিচের আয়াতটি নাযিল করেন :

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ

অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল। (সূরা কামার, ৫৪ : ২৯) এ লোকটিও তার কাওমের মধ্যে সম্মানিত ছিল। সে ছিল সদ্বংশজাত, সম্ভ্রান্ত এবং কাওমের নেতা।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন যামআ'হ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাঁর ভাষণে ঐ উষ্ট্রীর এবং ওর হত্যাকারীর বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করেন। তারপর বলেন : 'ঠিক যেন আবু যামআ'হ। এ লোকটিও কিদারের মতই নিজের কাওমের নিকট প্রিয়, সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত ছিল।' (আহমাদ ৪/১৭)

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) তার 'কিতাবুত তাফসীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে 'জাহান্নামের আযাব' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ) উভয়ে তাদের সুনান গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৫৭৫, মুসলিম ৪/২১৯১, তিরমিযী ৯/২৬৮, নাসাঈ ৬/৫১৫)

সালিহর (আঃ) কাওমের উষ্ট্রীর ঘটনা

আল্লাহর রাসূল সালিহ (আঃ) তাঁর কাওমকে বললেন : فَقَالَ لَهُمْ : 'হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর উষ্ট্রীর কোন ক্ষতি করা হতে বিরত থাক। তার পানি পান করার নির্ধারিত দিনে যুল্ম করে তার পানি বন্ধ করনা। তোমাদের এবং তার পানি পানের দিন তারিখ এবং সময় নির্ধারিত রয়েছে।' কিন্তু ঐ দুর্বৃত্তরা নাবীর (আঃ) কথা মোটেই গ্রাহ্য করলনা। তারা ঐ উষ্ট্রীকে হত্যা করল, যাকে আল্লাহ পিতা মাতা ছাড়াই পাথরের একটা টুকরার মধ্য হতে সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ উষ্ট্রীটি ছিল সালিহর (আঃ) একটি মু'জিযা এবং আল্লাহর কুদরতের পূর্ণ নিদর্শন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেন। নাবীর (আঃ) উষ্ট্রী হত্যাকারী ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়ের ছোট বড় নারী পুরুষ সবাই এ ব্যাপারে সমর্থন করেছিল এবং সবারই পরামর্শক্রমেই সেই নরাধম উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। এ কারণে আল্লাহর আযাবে সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। (তাবারী ২৪/২৬০)

فَلَا يَخَافُ وَلَا يَخْافُ শব্দটি রূপেও পঠিত হয়েছে। এর ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ কারও ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিলে তার প্রতিক্রিয়ায় ঐ ব্যক্তি কি করবে সেই ব্যাপারে তিনি কোন পরওয়া করেননা। (তাবারী ২৪/৪৬১) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), বাকর ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), আল মুজানী (রহঃ) এবং অন্যান্যগণ একই বক্তব্য পেশ করেছেন। (তাবারী ২৪/২৬১)

সূরা আশ্ শামস এর তাফসীর সমাপ্ত।